দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬ ......

NOV. 20

বিদেশীরা বাংলা-ভাষা শেখায় আকৃষ্ট হচ্ছে ॥ চীনের ২৩ শিক্ষার্থী ঢাকা ভার্সিটিতে আসছে

সাহাবুল হক ॥ দিনে দিনে বিদেশীদের কাছে বাংলা ভাষা শেখার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক বিদেশীই বাংলাদেশে বাংলা ভাষা শেখার জন্য আসছেন। প্রয়োজনের তাগিদে কিংবা শখের বসেই বিদেশীরা বাংলা ভাষা শিখছেন। বাংলা ভাষা শেখার জন্য চীনের ২৩ জন ছাত্রছাত্রী আগামী মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট থেকে এক বছর বাংলা ভাষা শেখার পর এ ছাত্রছাত্রীরা চীনে ফিরে গিয়ে রেডিও বেইজিং-এর বাংলা বিভাগে কাজ করবেন। কয়েক মাস আগে চীনের এই ছাত্রছাত্রীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে তাদের আসা বিলম্বিত হয়েছে। বাংলা ভাষা শেখার জন্য ভাষা ইনস্টিটিউটে এত ছাত্র এক সাথে দেশের বাইরে থেকে আসা এই প্রথম। ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি আবাসিক হলে অবস্থান করবেন। জানা যায়, ১৯৭৯ সালে চীনের সাথে বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক চুক্তিমোতাবেক বাংলা ভাষা শেখার জন্য ছাত্রছাত্রীরা এখানে আসছে। চুক্তিতে প্রতিবছর ৩ জন করে ছাত্রছাত্রী বৃত্তি নিয়ে বাংলাদেশ থেকে চীনে যাওয়া এবং চীন থেকে বাংলাদেশে আসার শর্ত ছিল। ২৩ জনের মধ্যে ২ জন ছাত্র, ২০ জন ছাত্রী এবং একজন শিক্ষক। উক্ত ছাত্রছাত্রীরা নিজ খরচে এখানে আসছে বলে জানা যায়। মূলত বাংলাভাষা শেখার জন্য ছাত্রছাত্রীরা এখানে আসলেও তারা বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী ভাষাও শিখবে। ছাত্রছাত্রীদের সকলেই বেইজিং-এর ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন কলেজের শিক্ষার্থী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র ছাত্রীদের থাকার জন্য আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস থাকলেও সেখানে কোন কক্ষ খালি না থাকায় চীন থেকে আসা ২৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর ২০ ছাত্রী থাকবে

(৫ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বিদেশীরা বাংলা-ভাষা

(৩য় পৃঃ পর)

বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে এবং ৩ জন থাকবে এসএম হলে। ছাত্র-ছাত্রীদের খাওয়া দাওয়ার তালিকাও চূড়ান্ত হয়েছে। তবে বিদেশী এই ছাত্রছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সাথে থাকতে পারবে কিনা তা নিয়ে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের কয়েকটি কক্ষে বিদেশী শিক্ষার্থী ছাড়া বাকি সকল কক্ষে শিক্ষকরা অবস্থান করছেন। একেকজন শিক্ষক আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে বছরের পর বছর অবস্থান করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।